সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

ডিজিটাল সেবার শিরোনামঃ	**বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর আওতাধীন হোটেল/মোটেল এর লবিতে ডিজিটাল ডিসপ্লে ডেক্স স্থাপনপূর্বক পর্যটন আকর্ষনীয় এলাকার পরিচিতি প্রদান।**

একজন অতিথি বা পর্যটক কোনো একটি স্থান ভ্রমণে গিয়ে সাধারণতঃ উক্ত স্থানের নিকটবর্তী বা উক্ত জেলায় অবস্থিত অতিপরিচিত ও জনপ্রিয় পর্যটন উপাদান গুলো ভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। দেশী/বিদেশী অতিথিরা বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহপূর্বক এবং ট্রাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যটন উপাদান গুলো ভ্রমণে আগ্রহী হন। ভ্রমণকালে নির্ধারিত তথ্যের অভাবে বাংলাদেশের সকল জেলারই আনাচে কানাচে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত অনেক অচেনা অজানা পর্যটন উপাদান এবং আশেপাশের জেলার পর্যটন উপাদান সম্পর্কে পর্যটকরা একরকম অপরিচিতই থেকে যেতেন। এর ফলে পর্যটকরা সংক্ষিপ্তভাবে তাদের ভ্রমণ শেষ করতে বাধ্য হতেন এবং উক্ত স্থানে দ্বিতীয়বার ভ্রমণে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ফলে একদিকে যেমন পর্যটন উপাদানগুলো পরিচিতি লাভ করতোনা অন্যদিকে পর্যটকশূন্য এসকল পর্যটন আকর্ষনীয় স্থানগুলোর যথাযথ উন্নয়নে সরকার বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হয়নি।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর কর্মকর্তাদের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য উদ্ভাবনী ধারনা আহ্বান করা হলে রাজশাহী পর্যটন মোটেল এর ব্যবস্থাপক জনাব মোতাহার হোসেন ‘‘**বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর হোটেল/মোটেলসমূহের লবিতে ডিজিটাল ডিসপ্লে ডেক্স স্থাপন পূর্বক পর্যটন আকর্ষনীয় এলাকার পরিচিতি প্রদান।**’’ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। এ ধারণার মাধমে প্রথমে রাজশাহী পর্যটন হোটেলের লবিতে কার্যক্রমটি চালু করা হয়েছে। এতে রাজশাহী জেলাসহ বিভাগের অন্যান্য জেলার গুরুত্বপূর্ণ/আকর্ষনীয় ও জনপ্রিয় পর্যটন উপাদান ছাড়াও অন্যান্য অপরিচিত সমৃদ্ধ উপাদানের বিস্তারিত তথ্য প্রদান প্রদর্শন করা এবং পর্যটন উপাদান ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, মার্কেট, সিনেপ্লেক্স ইত্যাদি সহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট আরও অন্যান বিষয়েও তথ্য প্রদান সম্ভব হচ্ছে। উক্ত উদ্ভাবনী ধারণাটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর কয়েকটি হোটেল/মোটেলে ডিজিটাল ডিসপ্লে ডেক্স স্থাপনপূর্বক স্থানীয় এবং আশে পাশের জেলার পর্যটন আকর্ষনীয় এলাকার পরিচিতি প্রদান কার্যক্রমটি চালু করা হয়েছে।

উপকারীতাঃ

অতিথিরা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর হোটেল/মোটেলে অবস্থানকালীন সময়ে একই সংগে সে জেলার এবং পাশাপাশি অন্য জেলাসমূহের সকল পর্যটন উপাদানের ছবিসহ বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তের পরিচিতি লাভ করছেন। অতিথিরা সময় স্বল্পতায় সকল পর্যটন উপাদান একসাথে ভ্রমণ করা সম্ভব না হওয়ায় পুণবার ভ্রমণ করছেন, ভ্রমণে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। অতিথি সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দিন দিনই অতিথির

সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পর্যায়ক্রমে এ উদ্ভাবনটির কার্যক্রম সমগ্র দেশে অবস্থিত পর্যটন হোটেল গুলোতে চালু করা হবে।

রাজশাহী কলেজ

শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহী মহানগরীর গোড়াপত্তন হয় ১৮২৮ সালে বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রতিষ্ঠানটি তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছিল। মূলত ইংরেজি শিক্ষার প্রতিস্থাপনা ও প্রসারকল্পে সে সময় রাজশাহীতে কর্মরত ইংরেজ কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল। সেদিনের সে ক্ষুদ্র 'বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল' ১৮৩৬ সালে প্রাদেশিক সরকার জাতীয়করণ করলে এ স্কুলটি রাজশাহী জিলা (বা জেলা) স্কুল নামে পরিচিত (এই বিদ্যালয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল হিসাবে এখন পরিচিত)। সে স্কুলের ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় রাজশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮৭৩ সালে জেলা স্কুলকে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের মর্যাদা দেয়া হয় এবং একই বছর ৫ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান ছাত্রসহ মাত্র ছয় জন ছাত্র নিয়ে কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে চালু হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর সমমানের এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস) কোর্স। ১৮৭৮ সালে এই কলেজকে প্রথম গ্রেড মর্যাদা দেয়া এবং "রাজশাহী কলেজ" নামে নামকরণ করার সাথে সাথে একে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধিভুক্ত করে এখানে বি.এ. কোর্স চালু করা হলে উত্তরবঙ্গের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী কলেজ। ১৮৮১ সালে এই কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উদ্বোধন করা হয় এবং ১৮৮৩ সালে যোগ হয় বি.এল কোর্স। ১৯০৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইনে কলেজ তার চাহিদা মেটাতে না পারলে মাস্টার্স কোর্স ও বি.এল. কোর্সের অধিভুক্তি বাতিল করা হয়।

পুঠিয়া রাজবাড়ি

পুঠিয়া বাজারের দক্ষিণ পাশে দ্বিতল বিশিষ্ট আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত পুঠিয়া রাজবাড়িটি একটি আকর্ষণীয় ইমারত। বহু কক্ষ বিশিষ্ট রাজবাড়ির প্রধান প্রবেশ পথ বা সিংহ দরজা উত্তর দিকে অবস্থিত। চুন সুরকীর মশলা ও ইট দ্বারা নির্মিত রাজবাড়ির সম্মুখভাগে আকর্ষণীয় ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামনের স্তম্ভ এবং এর অভ্যন্তরের অলংকরণ এবং কাঠের প্যারাপেট সমূহ রাজবাড়ীর নান্দনিকতা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন কোন কক্ষের দেয়ালে এবং দরজার উপরে ফুল ও লতাপাতার চমৎকার চিত্রকর্ম রয়েছে। রাজবাড়ির ছাদ সমতল এবং ছাদে লোহার বীম, কাঠের বর্গা এবং টালি ব্যবহৃত হয়েছে। ছাদের উপরে সম্মুখভাগের কার্ণিশ বরাবর কলস আকৃতির অলংকরণ এবং সিমেন্ট বালু নির্মিত ৫ টি মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাংশ রয়েছে। রাজবাড়ির নিরাপত্তার জন্য চারপাশে পরিখার ব্যবস্থা ছিল। পুঠিয়া জমিদার বা রাজারা এখান থেকেই তাঁদের রাজকর্ম পরিচালনা করতেন। এ রাজবাড়িতে বিচার কার্য এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দানের জন্য বন্দিশালার ব্যবস্থা ছিল। রাজবাড়ির পশ্চিম পাশের একটি কক্ষে কয়েকটি গভীর কুয়া আছে। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদের এসব কুয়ায় ফেলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হত বলে জানা যায়। বর্তমানে এসব কুয়া সিল করে দেয়া হয়েছে। ১৮৯৫ সালে মহারানী হেমন্তকুমারী দেবী এটি নির্মাণ করেন। রাজ প্রাসাদটি তিনি মহারানী শরৎসুন্দরী দেবীর শ্রদ্ধায় উৎসর্গ করেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর রাজবাড়িটিকে জাদুঘরে রূপান্তরের লক্ষ্যে সংস্কার কাজ শুরু করেছে।